তারিখ ... 22 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...১... .....

সংবাদ

কাঁঠালিয়ার শৌলজালিয়া সর. প্রা. স্কুল

প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ১৮ অনিয়মের অভিযোগ

উপবৃত্তি পাওয়া ৪০ শিক্ষার্থী ভুয়া

প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া (ঝালকাঠি)

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার পশ্চিম শৌলজালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোসা. কামরুন্নাহার ছবি বিরুদ্ধে ভুয়া ৪০' জন শিক্ষার্থী দেখিয়ে ও সুবিধাভোগী দু'শত শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্ধকৃত উপবৃত্তির অর্ধলক্ষ টাকা আত্মসাৎ করাসহ অনিয়ম দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা ১৮টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এ বিষয়ে তার অন্যত্র বদলী এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দফতরের অর্ধশত এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থী অভিভাবক লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে জানা যায়, ২০১৫-এর জুলাই থেকে চলিত বছরের জুলাইয়ে এ বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ও ২০১৫ সনের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থীসহ ২শ' শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ লাখ ২ হাজার ১০০ টাকা বরাদ্ধ হয়। শনিবার শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান শিক্ষিকা কামরুন্নাহার ছবির একক নেতৃত্বে অভিভাবকদের আগাম স্বাক্ষর নিয়ে প্রত্যেকের প্রাপ্য ১২শ' টাকার ২শ' টাকা থেকে এক হাজার টাকা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কেটে রাখেন। অনেক ছাত্রছাত্রীকে আদৌ টাকা দেয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন অভিভাবকরা। টাকা না পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হয়েছে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থী অভিভাবক জামাল খলিফা জানান, শানজিদা (৫ম), মুন্না (৪র্থ), নাবিলা (৩য়) নামের তার তিন সন্তান এ বিদ্যালয়ের পড়ছে। গত শনিবার প্রধান শিক্ষিকা তিন জনের উপবৃত্তির তিন হাজার টাকার মাত্র এক হাজার টাকা দেন। বাকি টাকা ব্যাংক থেকে কেটে রেখেছে বলে জানান। ২য় শ্রেণীর সাবিনা আক্তার ও ৫ শ্রেণীর আসাদুজ্জামানের বাবা মীর কাওসার জানান, ২৪শ' টাকার দেয়া হয়েছে ১৫শ' টাকা। পরিতেষের মেয়ে নুপুরকে ১২শ' টাকার স্থলে দেয়া হয় ৭শ'। হিরোন হোসেন জানান, তার প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে আদৌ টাকা দেয়া হয়নি। অপর অভিভাবক সরল বিশ্বাস জানান, তার ৫ম শ্রেণীর ছেলে জয় ও মেয়ে তন্নি বাবদ পেয়েছি ১২শ' টাকা আর ১২শ' ছবি ম্যাডাম রেখেছেন। এভাবে দিপক, শ্যামল, মাহিমসহ অনেক অভিভাবকই তার সন্তানের উপবৃত্তির টাকা না নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। আর জারা পেয়েছেন, তাদের কাছ থেকেও ২শ' থেকে এক হাজার টাকা করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষিকা ছবি। স্থানীয় ইউপি সদস্য সৈয়দ মো. কাইয়ুম জানান, প্রধান শিক্ষিকা কামরুন্নাহার ছবি চাকরিতে যোগদানের পূর্ব থেকে বিতর্কিত। বিশেষ করে বাড়ির আঙ্গিনায় স্কুলে যোগদান করার পর থেকে সে বেপরোয়া হয়ে উঠে। তার হাত থেকে বিদ্যালয়টি রক্ষার্থে এবং স্থানীয় শিশু শিক্ষার্থীদের মানবিক বিবেচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ১৮টি অভিযোগ সম্বলিত এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত লিখিত অভযোগ বিভিন্ন দফতরে দেয়া হলেও ম্যানেজের কারণে চাপা পড়ে আছে। অভিযোগগুলো হচ্ছে- সরকারি পাঠ্যবই ও স্কুলের গাছ বিক্রি, স্লিপ এবং অন্যান্য অনুদানের টাকা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে আত্মসাৎ, প্রতি মাসে এসএমসি সভা না করা, এক ছাত্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সার্ভে ৩ হাজার টাকা আত্মসাৎ, সহকারী শিক্ষকদের গালমন্দ ও লাঞ্ছিত করা, নতুন শিক্ষক আসলে যোগদান করতে না দেয়া, বিদ্যালয় না এসে খাতায় স্বাক্ষর করা, বিদ্যালয় এসে ক্লাস না করে মোবাইলে ব্যস্ত থাকা, ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নারিকেল সুপারি পারানো ও বাসার ব্যক্তিগত কাজ করানো, বিদ্যালয়ের কক্ষ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদন্নতিতে যোগ্যতায় জালিয়াতি, সীমাহীন দুর্নীতি স্বেচ্চাচারিতার কারণে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা। এ বিষয়ে জানার জন্য প্রধান শিক্ষিকা মোসা. কামরুন্নাহার ছবির সঙ্গে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে সাংবাদিক পরিচয় পেলেই ফোন কেটে দেন এবং নম্বর ব্লাক লিস্টে রাখেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তিনি জানেন না। তিনি সম্প্রতিকি যোগদান করায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনিত অন্যান্য অভিযোগের ব্যাপারে অবগত নয়। ঝালকাঠি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিখিল চন্দ্র হাওলাদার জানান, প্রধান শিক্ষিকা কামরুন্নাহারের বিরুদ্ধে এর পূর্বের অভিযোগ এসেছে। অভিভাবকদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন এ কর্মকর্তা।